দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 22 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

লালমনিরহাটে মাদ্রাসায় নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, লালমনিরহাট, ২১ মার্চ ॥ লালমনিরহাট নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও দুইজন শিক্ষক নিয়োগে ২১ লাখ টাকা বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার গোপনে এই অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্যকে বৈধ করা হয়েছে। গত ১৯ মার্চ এই নিয়োগ পরীক্ষা বিষয়ে মাদ্রাসার অভিভাবক সদস্য মোঃ রুবেল হোসেন জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেছেন।

যাকে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারি ও অর্থ আত্মসাত করার অভিযোগ রয়েছে। এই বিতর্কিত লোককে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়ায় মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, লালমনিরহাট শহরের ঐতিহ্যবাহী নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহফুজুর রহমান অবসরে যাচ্ছেন। তাই অধ্যক্ষ পদ, আরবী শিক্ষা বিষয়ের প্রভাষক ও এবতেদায়ী জুনিয়র মৌলভী শিক্ষক পদ শূন্য ছিল।

২০১৪ সালের ২০ ডিসেম্বর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার সাতদরগাহ নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মোসলেম উদ্দিনসহ তিনটি পদে একাধিক ডামি প্রার্থীর আবেদন করানো হয়।

শুক্রবার লালমনিরহাট সরকারী কলেজে গোপনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরীক্ষার বিষয়টি মাদ্রাসার শিক্ষকরা পর্যন্ত জানে না। গোপনে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন সংবাদ জানতে পেয়ে প্রিন্ট, ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত হয়। নিয়োগ বোর্ডের অন্যতম সদস্য লালমনিরহাট সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আঞ্জুমান্দ বেগম ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা প্রতিনিধিগণ এই নিয়োগে স্বাক্ষর করতে বিব্রত বোধ করেন। এক পর্যায়ে মাদ্রাসার সভাপতি ও রাজনৈতিক দলের কয়েক নেতা নিয়োগ বোর্ডের প্রতিনিধিদের জানায়, আপনারা স্বাক্ষর করেন কোন অসুবিধা হবে না। এ সময় তারা ঝুটঝামেলা এড়াতে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন।

লালমনিরহাট নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহফুজুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক অধ্যক্ষ, প্রভাষকসহ তিনজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২১ লাখ টাকা অনুদানের অভিযোগের প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যগণ বিষয়টি বলতে পারবেন।

ঘটায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে চেয়ারম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন শনিবার সকাল পৌনে ৯টা থেকে জেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নছরতপুর নামক স্থানে ব্যারিকেড দেয়। এ সময় জনতা ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চেয়ারম্যান আউয়ালের ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানায়। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এই অবস্থা চলতে থাকলে উভয় দিক থেকে আসা সব ধরনের যানবাহন আটকা পড়ে।